তারিখ 09 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

সংবাদ

শিক্ষায় ঘুচবে অন্ধকার

লুৎফর রহমান বাবু, ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম)

আগততো হামার ছিটত স্কুল ছিল না, পড়াও তো পড়ং নাই, নামও লেখপের পাং নাই বাহে! এ্যালা হামার গ্রামত বয়স্ক শিক্ষা চালু হইচে মরার আগোত যেন মোর নামটা লেখপের পাং। এভাবে আঞ্চলিক ভাষায় কথাগুলো বললেন সেই করিফুন বেওয়া দাসিয়ারছড়া সফরে এসে যাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীকে নিজের বানানো গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে দাসিয়ারছড়ায় বিখ্যাত হয়ে গেছেন সত্তরোর্ধ্ব এই করিফুন বেওয়া। শুধু করিফুন বেওয়া নয়, অনেকেই বৃদ্ধা বয়সে হাতে বই নিয়ে পড়ছেন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে। ৬৮ বছর ধরে বন্দি থাকা মানুষ গুলোকে মুক্তি দেয়ার পর বয়স্ক শিক্ষার পালা শুরু হয়েছে দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে। অধুনালুপ্ত দাসিয়ারছড়া ছিটমহলের মানুষের জীবনের নিরক্ষরতার অভিশাপ দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে জোড়েসোড়ে। বাংলাদেশের অভ্যন্ত থাকা ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দাসিয়ারছড়া ছিটমহলটি সর্ববৃহৎ। এ লক্ষ্যে অধুনালুপ্ত ছিটমহলকে শতভাগ শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসে প্রশাসন। সেখানে ২০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে ৪০ জন স্বেছাসেবক ও ৩ জন সমন্বয়ক মনোনিত করে মনিটরিংকের দায়িত্ব দেয়া হয়। মাঝারি বয়সী থেকে অতি বৃদ্ধরাও অংশ নিয়েছেন আগ্রহের সঙ্গে। তাদের দেয়া হয়েছে বই, খাতা ও কলম। বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে ছবি দেখি পড়া শিখি। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে লিখতে ও পড়তে পারার আনন্দে অনেকেই ছিলেন উদ্বেলিত। নিজের ধর্মগ্রন্থ কোরআন, বেদ এবার তারা বুঝে বাংলায় পড়তে। পারবে নিজের সন্তানদের নিজেরাই পড়াতে। শেখাতে পারবেন কলম ধরে লেখার কৌশল। এরূপ অনেক প্রাপ্তির গল্প শোনা গেল নানা বয়সের এই মানুষদের কাছ থেকে। বিলুপ্ত ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার দুই হাজার ১৬৭ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করতে 'আলোকিত ফুলবাড়ী' কর্মসূচির আওতায় ১ মাসব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। সাড়াও দিয়েছে এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা নেয়া নারী পুরুষরা। বিলের টাং পড়ার আগেই হাজির হচ্ছে ক্লাসে। বিকেল ৪টা হলেই হাতে বই নিয়ে সরগরম হয়ে উঠো কেন্দ্রে।

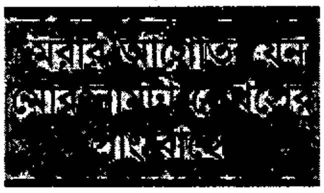

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবেন্দ্র নাথ উরাও জানান এক মাস সময়ে দাছিয়ার ছড়ায় ২০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। সেখানে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। আশা করি শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সর্ববৃহৎ বিলুপ্ত এই ছিটমহলটিকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হবে।